17

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...31 AUG. 199... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি

পটুয়াখালী বাউফল থানায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হইলেও লেখাপড়ার মানের কোন উন্নয়ন হইতেছে না বরং তাহা নিম্নগামী বলিয়া ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষার মানের এই ক্রমাবনতির প্রধান কারণ মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব। ইহার পাশাপাশি রহিয়াছে, শিক্ষার উপকরণের স্বল্পতা, নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা না থাকা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ পাঠাগারের অভাব। সর্বোপরি শিক্ষক যাহারা আছেন তাহারাও ক্লাসে পাঠদানের পরিবর্তে প্রাইভেট টিউশনির প্রতি অধিক আগ্রহী। শুধু বাউফলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নয়, দেশের অধিকাংশ স্থানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমবেশি এই অবস্থা বিরাজমান। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাল বিজ্ঞান গবেষণাগার বা পাঠাগার আছে সেসব প্রতিষ্ঠানেরও কয়েকটিতে এগুলির যথাযথ ব্যবহার হয় তাহাতে সন্দেহ আছে। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যখন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূলে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রমসহ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং সরকারী উদ্যোগে অনেক বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ভবনসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ করিয়া দেওয়া হইতেছে তখন শিক্ষার মানের এই ক্রমাবনতি সত্যই চিন্তার বিষয়।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ চার স্তরে বিভক্ত-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা। সত্য কথা বলিতে কি এই চার স্তরেই শিক্ষার মান সমমাত্রায় নিম্নাভিমুখী। কারণ উল্লেখিত প্রতিটি স্তরেই রহিয়াছে নানা রকমের দুর্বলতা এবং সমস্যা। অবকাঠামোগত সমস্যা প্রতিটি স্তরেই রহিয়াছে। সরকারী স্কুল-কলেজগুলি অবকাঠামোগত দিক হইতে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ হইলেও বেসরকারী পর্যায়েও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল একটি চালাঘর-ঊর্ধ্বপক্ষে একটি ভবন সর্বস্ব। অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয় বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল এবং এমনকি ব্ল্যাকবোর্ড-ডাস্টারেরও অভাব রহিয়াছে। আমলাতান্ত্রিক নিয়মনীতির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দীর্ঘ দিন ধরিয়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে যত্রতত্র স্কুল, কলেজ গজাইয়া উঠা ইহার অন্যতম কারণ। এখনও এদেশে শিক্ষকতাকে মহান পেশা বলা হয় বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে যাহারা এ পেশায় আসেন তাহাদের বৃহদাংশই স্বল্প শিক্ষিত-অর্থাৎ এসএসসি বা এইচএসসি পাস এবং তাহারা নেহায়েত বেকারত্ব মোচনের জন্যই শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বাছিয়া নেন, ইহার বাহিরে আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য তাহাদের থাকে না বলিলেই চলে। অনেকে শিক্ষকতা পেশায় আসার পূর্বে বা পরে পিটিআই ট্রেনিং নেন বটে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষাদান কার্যক্রমে এই প্রশিক্ষণের প্রভাব প্রায়শ অলক্ষিত থাকিয়া যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকের মান প্রসঙ্গে কমবেশি একই কথা প্রযোজ্য। কিছু কিছু মানসম্পন্ন শিক্ষক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে নাই তাহা নহে। তবে তাহাদের অধিকাংশ সম্পর্কেই একটি অভিযোগ বহুল উচ্চারিত, তাহা হইতেছে এই শিক্ষকগণ ক্লাসে পাঠদান অপেক্ষা প্রাইভেট টিউশনী বা ব্যাচে পড়াইতেই বেশি আগ্রহী। এমন কি কোন কোন শিক্ষক সম্পর্কে এই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, তাহাদের কাছে প্রাইভেট না পড়িলে তাহারা স্কুলের পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের কম নম্বর দিয়া থাকেন। সন্তানকে প্রাইভেট পড়ানোর সামর্থ্য সকল অভিভাবকের থাকিবার কথা নয়। বর্ণিত পাঠদান ব্যবস্থায় পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার হাল কী হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির অন্য যে সব কারণ রহিয়াছে উহাদের অন্যতম হইতেছে বিশেষতঃ স্কুল পর্যায়ে পাঠ্য বইয়ের নিম্নমান। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় রচিত ও প্রকাশিত এসব বইয়ের অধিকাংশই অতিশয় নিম্নমানের ও অসংখ্য ভুলে ভরা। এই বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যক্রমও যুগোপযোগী নয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির এই কারণসমূহ চিহ্নিত হইয়াছে অনেক আগেই কিন্তু প্রতিকারের উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ গৃহীত হইলেও তাহা সুফল দানে ব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রমকে উপেক্ষা করিয়া প্রাইভেট পড়ানোর প্রতি একশ্রেণীর শিক্ষকের অধিক মনোযোগিতার বিষয়টি আলোচিত হইতেছে বহু পূর্ব হইতে। কিন্তু ইহাকে নিরুৎসাহিত করা বা ইহার প্রতিকারের কোন কার্যকর উদ্যোগই এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নাই। কোন শিক্ষক যদি প্রাইভেট পড়াইতে চান তবে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া উহাকে পেশা হিসাবেই গ্রহণ করিতে পারেন। সত্য কথা বলিতে কি এগুলো প্রকৃত শিক্ষা অর্জন অপেক্ষা সার্টিফিকেট অর্জন যখন হইতে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে শিক্ষার মানের অবনতির শুরুও হইয়াছে সেই সময় হইতে। তাই শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ধস নামিয়াছে ইহাকে রোধ করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সার্টিফিকেটের গুরুত্ব অপেক্ষা প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব যাহাতে প্রতিষ্ঠান পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এজন্য প্রচলিত বিভাগ পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা যাইতে পারে। সেই সাথে বেসরকারী পর্যায়েও নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা সংশোধন করিয়া পাঠাগার, খেলার মাঠসহ ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যোৎসাহী হইয়া উঠার ও চিত্তবিনোদনের উপকরণের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। সেই সাথে পাঠক্রম যুগোপযোগী করা এবং পাঠ্য বইয়ের বিশেষতঃ বোর্ডের বইগুলির মানোন্নয়ন করাও অত্যাবশ্যক।